বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৭ জুন, ২০২৫

৪৮ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ১৬ জুন, ২০২৫, সোমবার, ১ আষাঢ়, ১৪৩২

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

নিট-এ দেশে ২০তম বর্ধমানের রূপায়ণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ জুন : উচ্চ-মাধ্যমিকে প্রথম হবার পর আবার টপার মেধাবী রূপায়ণ পাল। মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় দেশে কুড়িতম স্থান অধিকার করেছে বর্ধমানের রূপায়ণ। পাশাপাশি রাজ্যে মেডিকেল নিট পরীক্ষায় সম্ভাব্য প্রথম বা দ্বিতীয় হয়েছে। ক্লাস এইট থেকে সে পড়ত একটি বেসরকারি সংস্থায়। সেখানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিত। এবারে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছিল সিএমএস হাই স্কুলের ছাত্র রূপায়ণ পাল। সে জানিয়েছে, তার এই সাফল্যে বাবা, মা ও শিক্ষকদের অবদান রয়েছে।

সে চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়েই পড়তে চায়। ভর্তি হতে চায় দিল্লি এইমসে। শিক্ষা শেষ হবার পর বাংলাতেই ফিরে আসার ইচ্ছে রয়েছে তার। সে জানায়, বাংলা মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের হতাশ হবার কিছু নেই। তারাও সর্বভারতীয় পরীক্ষায় সাফল্য পাচ্ছে। এর আগে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম স্থান দখল করে ছিল বর্ধমান সিএমএস হাই

স্কুলের রূপায়ণ পাল। পরীক্ষায় মোট ৫০০ নম্বরের মধ্যে তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৪৯৭। শতাংশের নিরিখে ৯৯.৪।

পূর্ব বর্ধমান জেলার এই কৃতী বরাবরই মেধাবী। তার বাবা-মা, দু'জনেই ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক। সাহায্য করেছেন ছেলের পড়াশোনাতেও। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিও নিত।

স্মার্ট মিটার স্থগিত, আন্দোলন চলবেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ জুন : প্রতিরোধ গড়ে ওঠে প্রিপেইড স্মার্ট মিটার বসানো কে কেন্দ্র করে। সি আই টি ইউ র উদ্যোগে গ্রাহকরা সংগঠিত হয় দীর্ঘদিনের অর্জিত অধিকার পোস্ট পেইড মিটার রক্ষা করতে প্রিপেইড স্মার্ট মিটারে 'না'। ক্ষোভ বাড়ছিল দিকে দিকে। বেগতিক দেখে বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে সরকার পিছু হঠে। রাজ্য সরকার বিধানসভায় ঘোষণা করে ডোমেস্টিক প্রিপেইড স্মার্ট মিটার আমাদের রাজ্যে বসানো হবে না। যেগুলি বসানো হয়েছে তাকে পোস্টপেইড হিসেবে গণ্য হবে। বাকি কমার্শিয়াল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে প্রিপেইড বসানোর কাজ চলবে। সিআইটিইউ সাময়িক এই জয়ে আন্দোলনে দাঁড়ি টানবে না। তাঁদের বক্তব্য সমস্ত স্তরে প্রিপেইড মিটার বন্ধ করা, কর্মচারী ছাঁটাই রোধ, বেসরকারিকরণ রোধ। ইউনিয়নের সভাপতি স্বপন চক্রবর্তী জানান পুরোপুরি প্রত্যাহারের দাবিতে সারা জেলা জুড়ে প্রচার জাঠা সংগঠিত করা হবে।

সমবায়ের সম্পত্তি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন করার জন্য প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ জুন : সমবায়ের সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার প্রতিবাদে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চের কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে কালনা-২ বিডিওকে এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপি দিতে গিয়ে মঞ্চের প্রতিনিধিরা জানান—কালনা-২ ব্লক এলাকার সর্ব বৃহৎ সমবায় সমিতি কালনা-২ সিএডিপি-এফ, এসসিএস লিঃ-বর্তমানে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সমবায়ের দশ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হিমঘর, অগভীর নলকূপ ও অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দীর্ঘ মেয়াদী লিজ দেওয়ার নামে ব্যক্তি মালিককে হস্তান্তরিত বা বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এটা বন্ধের দাবিতে সরব হন মঞ্চের প্রতিনিধিরা। এদিন প্রতিনিধিরা বিষয়টি নিয়ে কালনা-২ সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারীক ও সমবায় পরিদর্শক (সিআই) সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। শেষে সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারিক তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ সমবায় দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারীকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবীগুলি নিয়ে আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এদিন সমবায় বাঁচাও মঞ্চের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন কাজী নুরুল ইসলাম, সুশান্ত ব্যানার্জী, শ্রীকুমার দুবে, বেণীমাধব মুখার্জী ও জগবন্ধু রায়।

রক্তদাতা দিবস পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ জুন : ১৪ জুন ছিল বিশ্ব রক্তদাতা দিবস। রক্তের গ্রুপ পদ্ধতি আবিষ্কারকারী বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টেইনারের জন্মদিন বিশ্ব রক্তদাতা দিবস হিসাবে পালিত হয়। শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির উদ্যোগে রশ্মি ব্লাড সেন্টারে ১৫ জুন এই দিনটি পালিত হয়। ৪৭টি সংস্থার ৮৪ জন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ১০ জন রক্তদান করেন। ব্লাড ব্যাঙ্কের পক্ষে ডাঃ তুষারকান্তি বটব্যাল ও ব্লাড সেন্টারের পরামর্শদাতা ডাঃ তপন কুমার ঘোষ স্লাইড সহযোগে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্বরণ প্রামাণিক।

শ্রমকোড রুখতে ৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আহ্বান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ জুন : সিআইটিইউ অনুমোদিত বর্ধমান জেলা স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জেলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান শহরে জিটি রোড সংলগ্ন বাটার দোকানের সামনে। ১০ জুন এই শিল্পের শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে জেলা শাসককে স্মারক লিপিও প্রদান করা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, সিআইটিইউ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য আভাস রায় চৌধুরী।

তিনি বলেন, এই সমাজের সব থেকে দরিদ্রতম অংশের শ্রমজীবীরা গ্যারেজ, লেদ গ্রিল কারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন। সারা দিনে এঁরা যা রোজগার করেন তাতে আজকের আর্থিক কাঠামোয় তাঁদের সংসার চালানো দুর্বিষহ। এই অবস্থাতেও এই শ্রমিকরা প্রশাসনের দ্বারা নানাভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রথম থেকেই দাবি জানিয়েছি উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া গ্যারেজ উচ্ছেদ করা যাবে না। আজও

এই দাবি মানেনি প্রশাসন। নির্বিচারে বিনা নোটিশে উচ্ছেদ চলছে। বুলডোজার রাজনীতি করছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। সামাজিক সুরক্ষা কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই শিল্পের শ্রমিকদের কোনো স্বাস্থ্য বিমা নেই। ফলে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে এই শ্রমিকদের চিকিৎসা করার অর্থ থাকে না।

সমাবেশে ১৭ দফা দাবিতে ৯ জুলাই কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহের আহ্বানে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সফল করতে সব অংশের শ্রমজীবীদের কাছে পৌঁছানোর আহ্বান জানানো হয়।

বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ পূর্ব বর্ধমান জেলার সাধারণ সম্পাদক তাপস চ্যাটার্জী, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শ্রমিক শেখ ইউনুস, জ্যোতি ব্যানার্জী প্রমুখ। জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশনে অংশ নেন স্বপন চক্রবর্তী, ইমতিয়াজ রহমান, হরিহর চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এই সভা থেকে পালিতপুরে স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের দাবি তোলা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের জেলা সভাপতি ও সি আই টি ইউ পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি নজরুল ইসলাম।

পলিতপুর স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় দুর্ঘটনায় মৃত দুই, আহত ১১ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ জুন : গত ৯ জুন পালিতপুরে স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় ঘটে যাওয়া বড় দুর্ঘটনা তুলে দিয়ে গেল বড়সর প্রশ্নচিহ্ন। উল্লেখ্য এদিন এন এন আই ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড কারখানায় চুল্লি বিস্ফোরণে আমির খান (২৬)-এর মৃত্যু হয় এবং ১২ জন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। গুরুতর তিন জন জখমের মধ্যে ১৩ জুন আর একজনের মৃত্যু হয়। যদিও গ্রামবাসীদের অভিযোগ মৃতের সংখ্যা আরও বেশি। শাসক দলের ইউনিয়ন এবং পুলিশ কাউকে ঘেঁষতে না দিয়ে কোম্পানি অনেক কিছু লোপাট করছে বলে মনে করছে স্থানীয় মানুষ।

শাসক দলের মদতে ম্যানেজমেন্ট শ্রমিকদের শোষণ করছে। শ্রমিক নিরাপত্তার বালাই নেই। মানা হয় না সরকারি বিধি। দেওয়া হয় না প্রভিডেন্ট সহ সামাজিক নিরাপত্তা। কোপ পড়েছে বেতন বৃদ্ধি ও বোনাসের। বাইরে থেকে ঠিকা শ্রমিক এনে কম মজুরিতে কাজ করানো হয়। এমনই অভিযোগ শ্রমিকদের একাংশের। বর্ধমান কাটোয়া রোড থেকে পালিতপুর গ্রাম পর্যন্ত স্পঞ্জ আয়রন সহ ১২টি কারখানা আছে। সমস্ত কারখানাই বাম আমলে হয়েছে। এখন কোনো সরকারি বিধি মানা হয় না। দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধি মানা হয় না। এলাকায় জমি চাষের অযোগ্য হয়েছে। আশপাশের গ্রামের মানুষের রোগ বালাই বাড়ছে বলে অভিযোগ। কারখানার ম্যানেজার মনোজ পাসারি জানান, কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা বোঝা যায়নি। কারখানার সিকিউরিটি ম্যানেজার অনুপ দত্ত জানান, হঠাৎই ব্রয়লারে বিস্ফোরণ ঘটে। এর তীব্রতায় চালা ভেঙে একজন ড্রাইভার ঘটনাস্থলেই মারা যান। বাকি আহত ১১ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রমিক পরমবীর যাদব বলেন, এই শ্রমিকদের অনেকেই ভিনরাজ্যের। সিআইটিইউ পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির ডাকে কারখানার মৃত ও আহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা, নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

শ্রমিক-কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়-কে নিয়ে গবেষণাপত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ জুন : বিশিষ্ট শ্রমিক-কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়-কে নিয়ে গবেষণাপত্র সম্মানিত হলো। 'শ্রমিক-কবি'-র জীবনালেখ্য 'চেতনার আলোয় কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়' বিষয়ের উপরে গবেষণাপত্রটি ঝাড়খণ্ড-এর বিনোদ বিহারী মাহাতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ের উপরে গবেষণা চলছিল। গবেষণা করেছেন স্বপন প্রামাণিক নামে এক গবেষক। তিনি অধ্যাপক ড. জয়গোপাল মণ্ডল-এর অধীনে এই গবেষণার কাজটি করেছেন। কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় সাবেক বর্ধমান জেলার কবি। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার শ্রমিক ছিলেন। তিনি 'নতুন চিঠি' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তাঁর একটি গ্রন্থ 'শ্রমশ্রী মুখের বলয়' নতুন চিঠি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। নবতিপর এই কবির জীবৎকালে তাঁকে নিয়ে গবেষণায় আমরা গর্বিত।

প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও শিক্ষক নেতা স্মরণে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ জুন, কাটোয়া : বিশিষ্ট শিক্ষক, সাংবাদিক ও সমাজকর্মী সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীতে আয়োজিত হলো একটি রক্তদান শিবির সিপিআই(এম) কাটোয়া-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে। সুদপুর বারোয়ারিতলায় অনুষ্ঠিত এই শিবিরে ১০জন

মহিলা, ৩ জন প্রতিবন্ধী সহ ১০৩ জন রক্তদান করেন। 'কাটোয়া কলম' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন তিনি। এছাড়াও এবিটিএ, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ-এর রাজ্যকমিটির সদস্য ছিলেন। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবিটিএ-র রাজ্য সভাপতি সুদীপ্ত গুপ্ত। বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) বর্ধমান জেলার প্রাক্তন সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, প্রবীণ নেতা অঞ্জন চ্যাটার্জী, ঈশ্বর দাস, যুবনেতা সুভাশিষ মিত্র প্রমুখ। প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২৫

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে।
ইউনিকোর্ডে কম্পোজ করে মেল আই-ডি
sharadiyanc@gmail.com-তে
লেখা (পিডিএফ নয়, ওয়ার্ড ফাইল) পাঠান।
লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ জুলাই।

নতুন চিঠি

১৬ জুন, ২০২৫

যুদ্ধদামামা

২০২২ সালে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে বিশ্ব জুড়ে রণোন্মাদনা বেড়েই চলেছে। রশিয়া এবং ইউক্রেন উভয়পক্ষেই এখনো পর্যন্ত লক্ষাধিক মানুষ নিহত বা আহত হয়েছে, যদিও যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত সংখ্যা জানা প্রায় অসম্ভব। সে যুদ্ধ চলছে, তার মাঝেই গাজাকে ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক থেকে আলাদা করতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সবচেয়ে নৃশংস গণহত্যা ঘটিয়ে চলেছে ইজরায়েল। হামাস-দমন নিছকই এক অজুহাত, না হলে হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দিয়ে মহিলা-শিশুদের নিধন করে, খাদ্য এমনকি ত্রাণ সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা জারি করে বীরত্ব দেখাতো না ইজরায়েল। ২০২৩ থেকে চলে আসা এই একপেশে নিধনযজ্ঞে এখনো পর্যন্ত ৬৫০০০-এর বেশি প্যালেস্টাইন নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন, আহত হয়েছেন ১,১০,০০০। তবু ইজরায়েলের রক্তলালসা দমেনি, ১৩ জুন ইরানের ওপর আক্রমণ হেনেছে ইজরায়েল—অভিযোগ, পরমাণু গবেষণায় লাগাম পরায়নি ইরান। প্রত্যাঘাত করেছে ইরান, নিজের দেশের ক্ষয়ক্ষতির 'বদলা' নিতে তেল হাভিবের ওপর মিশাইল হানা চালিয়েছে।

সব মিলিয়ে এক ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে গোটা বিশ্বে। নেতান্যাহুর রণহুঙ্কারে যে ট্রাম্পের মদত আছে সেটা গোপন কিছু নয়। আমেরিকার শান্তিকামী মানুষ বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ইজরায়েলের আগ্রাসনকে নিন্দা করলেই তাদের ওপর শাস্তির খাড়া নামিয়ে এনেছে ট্রাম্প প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থবরাদ্দ বাতিল করে হাতে না মেরে ভাতে মারতে চেয়েছে বিরোধীদের। এটা মনে রাখা দরকার যে ইজরায়েল একতরফাভাবে ইরান আক্রমণ করেছে এমন এক সময়ে যখন পরমাণু চুক্তি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের আলাপ-আলোচনা চলছে, ইজরায়েলের ইরান আক্রমণ যে মার্কিন ইচ্ছাতেই হয়েছে আরো স্পষ্ট হয় যখন ট্রাম্প এই আক্রমণের নিন্দা না করে বিবৃতি দেন যে ইরান নিজের দোষে এই আক্রমণ ডেকে এনেছে।

অর্থাৎ 'কার দোষে' যুদ্ধবাজদের এই পুরনো কাসুন্দি আবার ঘাঁটা শুরু হয়েছে। শুধু সমরবাহিনী নয়, সাধারণ মানুষ মারা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হচ্ছে, শিশুরা ক্ষুধার্ত থাকছে, আহতরা চিকিৎসা পাচ্ছে না, তেলের দাম বাড়ছে—অথচ অন্যর দোষ খুঁজতে ব্যস্ত রাষ্ট্রনায়করা। রাষ্ট্রসংঘ সংযম বার্তা দিচ্ছে, শোনার কেউ নেই। সাধারণ পরিষদে যুদ্ধবিরতি নিয় বিপুল ভোটে প্রস্তাব পাস হচ্ছে, তা মানানোর উপায় নই। লজ্জার কথা, ট্রাম্প ভজনা করতে গিয়ে এ দেশের 'বিশ্বগুরু' গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবি সমর্থন করে ভোট দেবার সাহস দেখাতে পারেনি, ভোটদানে বিরত থেকেছে ভারত। অর্থাৎ চিরাচরিত শান্তির বিদেশনীতি ত্যাগ করে চণ্ডশক্তির পক্ষ নিয়েছে ভারত। সংযম নয়, আলোচনা নয়, বলপ্রয়োগই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ মনে করে ফ্যাসিবাদী শক্তি। শান্তি ও সংহতির পক্ষে মানুষকে সমবেত করাই তাই এখন প্রধান কাজ।

ইলেকট্রিক স্কুটি এসেম্বলি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৪ জুন : মেমারিতে ঘটে গেল এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। রাত সোয়া ১১টা নাগাদ মেমারির হাটপুকুর বাগিলা মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি ইলেকট্রিক স্কুটি এসেম্বলি কারখানায় আচমকাই আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে মেমারি আশেপাশে এলাকা থেকে সেই আগুনের লেলিহান শিখা সহ কালো ধোঁয়া দেখা গিয়েছে বলে জানা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেমারি থানার পুলিশ কর্মীরা। ঘটনাস্থলে আসেন বর্ধমান সদর দক্ষিণ এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল।

দমকলের ইঞ্জিন নিয়ে পৌছাই দমকল আধিকারিক ও কর্মীরাও। শুরু হয় আগুন নেভানোর চেষ্টা। কিন্তু আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে কিছুতেই আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে যদিও কোনো হতাহতের খবর নেই। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন এলাকার সাধারণ মানুষ। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশেপাশের এলাকার বাসিন্দাদের সুরক্ষিত স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আগুনের উৎস সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি। 'মা লক্ষ্মী ই-ভিকেলস্ প্রাঃ লিঃ'-তে এই অগ্নিকাণ্ড-টি ঘটে।

বর্তমানে কৃষি ও মাটির স্বাস্থ্য

সুব্রত মণ্ডল

মাটি আমাদের বেঁচে থাকার ভিত্তি। মাটির উপর শুধু উদ্ভিদই জন্মায় না, মাটি প্রাণীদেরও বাসভূমি। স্বাস্থ্যকর মাটিতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ভালো হয় ও ফসলের উৎপাদন বেশি হয় বা দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় সহায়তা করে। মাটিতে বসবাসকারী জীবসমূহের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য মাটির ভালো স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আসলে মাটি জীববৈচিত্রের এক অন্যতম বড় ভাণ্ডার। বেশ কিছু বাস্তুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, যেমন পুষ্টিচক্র, জৈব বস্তুর পচন মাটিতে বসবাসকারী জীবের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। মাটির জীববৈচিত্র্য মাটির বাস্তুতন্ত্রের মূল চালক বা মাটির উর্বরতাকে ধরে রাখে ও গ্রিনহাউস গ্যাসের ভারসাম্যকে নিয়ন্ত্রণ করে।

বাস্তুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মাটিতে বর্তমান বিভিন্ন জীব মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। প্রতিনিয়ত মাটির উপর প্রাকৃতিক বর্জ্য (মল, মুত্র, উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহাংশ) নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। মাটিতে বর্তমান বিভিন্ন ধরনের অণুজীব (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, মাটিতে বসবাসকারী প্রাণী ইত্যাদি) ওই সমস্ত বর্জ্যের বিষক্রিয়া নষ্ট করে জটিল জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মাটির উপাদানে পরিণত করে। এ কারণেই মাটির জীববৈচিত্র ধরে রাখা খুবই জরুরি।

মাটির স্বাস্থ্যহানিকর কৃষি পদ্ধতি :

কৃষি রাসায়নিক ছাড়া আধুনিক কৃষি ভাবা যায় না। রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও আগাছানাশক প্রভৃতির যথেচ্ছ ও নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার মাটির জীবকুলের চরম ক্ষতি করে চলেছে। কৃষিতে জৈব উপকরণের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে ফলে মাটিতে জৈব পদার্থও হ্রাস পেয়েছে। জৈব পদার্থ কমে যাওয়ার কারণে মাটির জীবাণুর স্বাভাবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হয়, মাটি স্বাভাবিকতা হারায়।

কৃষিতে ভারি যন্ত্রপাতির ব্যবহার দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। ফলে জমির উপরিভাগের উর্বর মাটির স্বাভাবিক গঠন যেমন নষ্ট হয় তেমনি মাটিতে উদ্ভিদের শিকড় প্রবেশ কঠিন হয়ে পড়ে। মাটিতে জল ও বাতাসের চলাচল সীমিত করে। যন্ত্রে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার দূষণ সৃষ্টি করে। মাটির গঠন পরিবর্তনের ফলে মাটিতে বসবাসকারী জীবসমূহের সংখ্যা হ্রাস পায়, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হয়। এই সমস্ত কারণগুলির জন্য মাটির স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়। এছাড়া বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ২২ শতাংশের জন্য শিল্প কৃষি দায়ী। ধান কাটার জন্য এখন যে স্বয়ংক্রিয় ধানকাটার যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে ধানের জমিতে প্রচুর পরিমাণে

অগোছালো খড়, ধানগাছের অবশিষ্টাংশ বা নাড়া থেকে যাচ্ছে। পরের ফসল চাষ করার জন্য চাষি জমিতে পড়ে থাকা খড় ও নাড়া পুড়িয়ে দিচ্ছে। পূর্ব বর্ধমানের গ্রাম্য এলাকায় যেখানে শস্য নিবিড়তা বেশি সেখানে আমন ধান কাটার পরে মাঠের পর মাঠ নাড়া পোড়ানোর ঘটনা প্রত্যক্ষ করে অবাক ও বিস্মিত হয়েছি।

পরিবেশের উপর এবং মাটির উপর এই নাড়া পোড়ানোর মারাত্মক ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে। নাড়া পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন ধোঁয়া, ক্ষতিারক গ্যাস ও তাপ সরাসরি বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে। এই দূষণের ফলে চোখ, চর্মরোগ ও শ্বাসতন্ত্রের রোগের প্রকোপ বাড়ছে বলে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেছেন। একটন খড় পোড়ালে ১৪৬০ কেজি কার্বন মনোক্সাইড, ৩.৭ থেকে ৪.১ কেজি মিথেন উৎপন্ন হয়। এছাড়া ছাই, এরোসল কণা ও নাইট্রাস অক্সাইড উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন গ্যাসগুলির বেশিরভাগই গ্রীন হাউস গ্যাস যা বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সারা পৃথিবী জুড়েই অনুভূত হচ্ছে। কৃষিজ উৎপাদন কমে যাচ্ছে, মানুষের স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ফুসফুসের রোগ ও হৃদরোগ বাড়ছে। এছাড়া বায়ুদূষণের ফলে ধোঁয়াশা সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ধোঁয়াশা সৃষ্টির ফলে বায়ুর দৃশ্যমানতা কমে যায়।

নাড়া পোড়ানোর ফলে জমির মাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মাটির অণুখাদ্য নষ্ট হয়, ফলে মাটির খাদ্যগুণ কমে যায় এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে প্রতি দশ কুইন্ট্যাল খড় পোড়ানোর ফলে ৮.৫ কেটি নাইট্রোজেন, ২.৯ কেজি ফসফরাস, ২৫ কেজি পটাশিয়াম, ১.২ কেজি সালফার ও ৪০০ কেটি কার্বন নষ্ট হয়। নাড়া পোড়ানোর ফলে যে তাপ উৎঘপন্ন হয় তাতে মাটি শক্ত হয়ে যায়, মাটির ক্ষয় প্রবণতা বাড়ে ও মাটির জৈব পদার্থ নষ্ট হয়। মাটির অম্লত্ব ক্ষরত্বের মাত্রায় (PH) পরিবর্তন ঘটে যা মাটির বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

মাটির গুরুত্ব :

মাটি জীববৈচিত্র্যের এক অন্যতম বড় আধার। মাটিতে পুষ্টিচক্র চলে, জৈব বস্তুর পচন ঘটে, ফলে উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় খাদ্য পায়। অণুজীব ছাড়াও মাটিতে অনেক প্রাণী বাস করে। এই প্রাণীরা মাটিতে জলের পরিমাণ বাড়িয়ে নানা রোগ জীবাণু, ভারী ধাতু ও অন্যান্য দূষক পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। মাটিতে বসবাসকারী জীব থেকে ওষুধ ও প্রতিষেধক তৈরি হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় পেনিসিলিন, ক্যান্সার রোগের ওষুধ রিওমাইনসন ও ছত্রাক সংক্রমণ প্রতিরোধকারী অ্যাম্ফোটেরিসিন ইত্যাদি। মাটিতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব মানুষ, পশুপাখি ও উদ্ভিদের রোগজীবাণু দমিয়ে রাখতে সাহায্য করে। জীববৈচিত্রের ভারসাম্য নষ্ট হলে বিভিন্ন ধরনের অজানা রোগ সংক্রমণ দেখা দেবে বলে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেছেন। নাড়া পোড়ানোর ফলে মাটির জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

শেষের কথা :

বর্তমানে ক্রমবর্ধমান খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা দূর করার জন্য মাটির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ একান্ত জরুরি। একথা মনে রাখতে হবে যে মাটির সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মানও জড়িত। এ ব্যাপারে সচেতনতা তৈরির দায়িত্ব সকলের। সুস্থ মাটি পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, ফলে পরিবেশ সুস্থ থাকে। একমাত্র সুস্থ পরিবেশেই মানুষ ভালোভাবে বাঁচতে পারে।

অনুপস্থিতি নয়, মহারাষ্ট্রে জরায়ু বাদ দিয়ে কাজে মহিলারা

সৌম্যশান্ত রিজওয়ান রক্ষিত : কাজে কামাই করা যাবে না। ন্যূনতম অনুপস্থিতিতেও পেট চলবে না। তাই কাজে উপস্থিত থাকার জন্য মাসিক বন্ধ করতে জরায়ু বাদ দিচ্ছেন নারী পরিযায়ী শ্রমিকরা। ডাক্তারি ভাষায় যার নাম—হিস্টেরেকটমি। নৃশংস এক বাস্তব চিত্র ফুটে উঠছে মহারাষ্ট্রের কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতে যাওয়া মহিলাদের যাপনে।

ভিন্ রাজ্যে গিয়ে কেটে কেটে চিনির কাঁচামাল আখ তোলার কাজ; এই পরিশ্রমের জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে জরায়ু বাদ দিচ্ছেন শত শত নারী। কারণ? মাসিকের সময় যাতে শরীর দুর্বল না হয়, কিংবা অসুস্থতার জন্য ছুটি না নিতে হয়; এই কারণে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের বিদ জেলার একটি রিপোর্ট জানাচ্ছে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৩৬ হাজার নারী এই কাজে নিয়োজিত, যাদের মধ্যে অন্তত ৮৪৩ জন জরায়ু বাদ দেওয়ার কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সংখ্যা মূলত ৩০ থেকে ৫০ বছর বয়সি মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেখানে নামমাত্র মজুরির বিনিময়ে এই পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ করেন নির্মম শারীরিক পরিশ্রমে।

পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ বোঝা যায় যখন রিপোর্ট বলে সন্তানসম্ভবা অবস্থায় ক্ষেতে কাস্তে হাতে কাজ করেছেন এক হাজার ৫২৩ জন। অথচ দেশজুড়ে কারও কোনও হুঁশ নেই। এমনকি এসব যে হচ্ছে, তার ন্যূনতম খবরটুকুও কোথাও প্রচার হচ্ছে না। মিডিয়ার গরিষ্ঠ অংশ শুধু তত টুকুই হুপ হুপ নৃত্যকলা তাদের চ্যানেলে দেখাচ্ছে যেগুলোর জন্য তাদের পে করা হয়েছে।

গোটা ঘটনাটিকে 'মানবাধিকার লঙ্ঘন' বলেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। একদিকে সরকারের প্রকল্পে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়াই মহিলারা কাজ করতে বাধ্য হন, অন্যদিকে দরিদ্রতার চাপে পড়ে জীবিকার তাগিদে নারীর শরীর হয়ে উঠছে স্রেফ উৎপাদনের যন্ত্র। জেলার স্বাস্থ্য অফিসার জানিয়েছেন, কেবল বিদ জেলার ৪৭৭ জন নারী বিগত কয়েক বছরে জরায়ু অপসারণ করিয়েছেন, যাদের অধিকাংশের বয়স ৩০-৫০-এর মধ্যে। পরিস্থিতি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে, তবু জীবিকার যুদ্ধে নারীর শরীর এখানেও এক উপেক্ষিত যুদ্ধক্ষেত্র। এই ঘটনা কেবল মহারাষ্ট্রের একটি মাত্র জেলা নয়; বরং গোটা দেশের পরিযায়ী শ্রমিক নীতির অন্ধকার দিকটি তুলে ধরছে। জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা, স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রসার এবং শ্রমিকদের মানবাধিকার রক্ষায় কার্যকরী নীতিমালা। নতুবা শ্রমিকরা ধর্মঘট করবে।

কাজ কেন বন্ধ হয়ে হয়ে গেলো গো বলে ঠাণ্ডা ঘরে বসে থাকা বাবুদের জ্বলন নিয়ে তখন আলোচনা হতে পারে, তবে সেসবের কোনও কিছুই মানবিকতার পক্ষে যায় না। কী বুঝছেন? কেমন আছে—আপনার দেশ?

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রতি ভক্তির আতিশয্যের আড়ালে হারিয়ে যায় নাট্যাচার্য গিরিশের মূল্যায়ন

বিশ্বজিৎ ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের ভাবপ্রবাহে অবগাহন করে যিনি নিজেকে 'ভক্তভৈরব' মোড়কে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুচর হিসেবে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন—তিনি নাট্যকার-বাংলা নাট্য জগতের অধ্যক্ষ, আচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট লেখকের নাম সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তবে ওনার সম্বন্ধে পড়তে গিয়ে একটি ম্যাগাজিনে একটি বিশ্লেষণে পড়েছিলাম যে উনি যে ধরনের ব্যাঙ্গাত্মক ভাবের সমস্ত রূপ যেভাবে বাংলা রম্যরচনার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সেই ধারা অব্যাহত থাকলো না, সেই ধারা রামকৃষ্ণ ভাবজগতে বন্দি হয়ে বাংলা রম্যরচনার ডালি শূন্য হয়ে গেল। না হলে যে 'শঙ্খ চিল' বা 'ছাগল' রচনা বা 'হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ', 'সোফাকামবেড' রচনা বাঙালির মুখে মুখে ফিরতো সেই রচনা পর্যবসিত হলো 'রামকৃষ্ণের ফৌজ' বা 'শ্রীকৃষ্ণের শেষ কটা দিন' লেখায়। অর্থাৎ ভক্তিরসের গদগদতায় আমরা বাঙলা সাহিত্যের প্রায় শ্রেষ্ঠ রম্য রচনাকারকে হারালাম। ঠিক তেমনি রামকৃষ্ণের ছত্রছায়ায়ই থাকার ফলে ভক্তভৈরব গিরিশের অপরাপর প্রতিভাময় জীবনকাহিনি প্রায় অনালোচিত বা অনালোকিতই থেকে গেল।

বর্তমান জ্ঞাপন বিদ্যা চর্চায় অনুবাদ তত্ত্ব একটি মূল ধারা হিসেবে অনুসৃত হচ্ছে। অনুবাদ চর্চা যে খুব একটা সহজ কাজ নয় সেকথা জ্ঞাপনচর্চাবিদ্ বা শিক্ষাবিদ্ মাত্রেই জানেন। অনুবাদ অত্যন্ত জটিল এবং কঠিন কাজ বলেই ধারণা। ফরাসি ভাষায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—যদি অনুবাদ ভালো হয়,তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। আর যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় তাহলে ভালো হবে না। সার্থক অনুবাদ হতে গেলে এই দুইয়ের মিশ্রণ দরকার।

ইংরাজ জাতির প্রস্তাবনাটুকু বাদ দিলে গিরিশ ঘোষ বাংলা রঙ্গমঞ্চের জনক—সেটা পরের প্রসঙ্গ। কিন্তু এই রঙ্গমঞ্চের মূল অস্ত্র যে স্ক্রিপ্ট বা পাণ্ডুলিপি সেই স্ক্রিপ্ট তিনি ইংরেজি সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যে সর্বাঙ্গীণভাবে করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর অনূদিত 'ম্যাকবেথ'-কেই সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদ হিসেবে ধরা হয়। মিনার্ভা থিয়েটারে ম্যাকবেথের অভিনয় সম্বন্ধে অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে লিখেছেন ''ম্যাকবেথের অভিনয় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ম্যাকবেথকে অবলম্বন করিয়াই গিরিশচন্দ্র এদেশে অভিনয়ের ধারা বদলাইয়া দিয়াছিলেন। ... ম্যাকবেথ ... রঙ্গালয়ে এক নবযুগ আনিয়াছিল।'' শুধু এই অনুবাদ নয়—বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসের নাট্যরূপও দিয়েছিলেন তিনি। আর তা করতে গিয়ে তিনি প্রসঙ্গক্রমে অনূদিত নাটকে প্রচুর স্বলিখিত গানের আনয়ন করেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি অলংকারের বাড়াবাড়ি বা কৃত্রিমতার আড়ম্বরকে অবলুপ্ত করে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ অবলম্বনে এক নূতন ছন্দের প্রচলন করেন। তবে শুধু গান নয় সংলাপেও এর ছোঁয়া পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই ছন্দই গৈরিশি ছন্দ নামে আখ্যা লাভ করে। তবে এই 'গৈরিশ' ছন্দের প্রবর্তনে তাঁর নাম এবং কীর্তি নন্দিত এবং নিন্দিত দুইই হয়।

অনুবাদ এবং গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপের বাইরে তিনি স্বরচিত প্রায় শতাধিক নাটক রচনা করেন এবং এই নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি সমাজের নানা সমস্যার সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে গেছেন। যেমন ভক্তি বা ভক্ত চরিত্র এবং পৌরাণিক নাটক রচনার ফলে তিনি মঞ্চের কর্তাদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থেকেছেন। কারণ আপামর জনসাধারণের হৃদয়কে ছুঁয়ে নাট্য মঞ্চকে ভরিয়ে তুলতে পেরেছেন। অর্থাৎ যাকে বলে পাবলিক ক্যারেকটার। তবে নাটক রচনায় তিনি সর্বাধিক যে বিষয়ে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিলেন তা হল সামাজিক নাটকে। তাঁর সামাজিক নাটকে যৌথ পরিবারের ভাঙন, পরিবার সংসারে কুচক্রিতার ফলে সংসারের সর্বনাশ, বহুবিবাহ, বিধবা-বিবাহ, ব্যাঙ্ক উঠে যাওয়া ইত্যাদি সমাজ সমস্যামূলক বিষয় উঠে এসেছে। 'প্রফুল্ল' এবং 'বলিদান' এই নাটক দুটো যুগোত্তীর্ণ সামাজিক নাটক। এই নাটকগুলোতে স্থান পেয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবের ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণ ও আত্মকেন্দ্রিকতা কিভাবে বঙ্গীয় সমাজে ধীরে ধীরে তার থাবা বসাচ্ছে তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

সামাজিক নাটক ছাড়াও তিনি প্রহসন বা পঞ্চরং জাতীয় নাটকে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তবে এগুলো মঞ্চ সফল না হলেও বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছে এবং সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তবে তিনি মঞ্চসফল নাটকেও যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'চৈতন্যলীলা' এবং 'বিল্বমঙ্গলঠাকুর' নাটক রচনায়। এছাড়াও এডুইন আর্নল্ড রচিত 'Light of Asia' কাব্য অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র লেখেন 'বুদ্ধচরিত'। এই নাটকটা আর্নল্ড মহাশয়কেই উৎসর্গ করেন। এই নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে বুদ্ধদেবের মানবপ্রেম ও অহিংসা। এই নাটকটি আর্নল্ড মহাশয়ের রচনা বা কাহিনি থেকে গৃহীত হলেও অনুভূতির ছোঁয়ায় এটি মৌলিক স্বতন্ত্র নাটকের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।

গিরিশচন্দ্র কেবলমাত্র নাট্যকার বা নাটক রচয়িতাই ছিলেন না—একজন দক্ষ অভিনেতা বা নাট্য পরিচালকও ছিলেন। তখনকার সময়ে যাত্রা বা নাটকের অভিনয়ে স্ত্রী-চরিত্রের কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ ছিল। কিন্তু তিনি সমাজের নানা স্তর থেকে নারীচরিত্রকে নাটকের চরিত্রে এনে বাংলা নাট্য সাহিত্যে আলোড়ন তুলেছিলেন। এর আগে স্ত্রী চরিত্রে সাধারণত পুরুষরাই অভিনয় করতেন। গিরিশচন্দ্র সেই ঘেরাটোপ প্রথম ভেঙেছিলেন। তিনি নানা স্তর থেকে স্ত্রী চরিত্রদের তুলে এনে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। যাতে এই পেশায় তাঁরা নতুন জীবনের রসদ পেতে পারেন। তিনকড়ি, বিনোদিনী, তারাসুন্দরী এই নামের কলাকুশলীরা অভিনয়ের প্রথম সারিতে উঠে এসেছিলেন গিরিশচন্দ্রের বদান্যতায়।

গিরিশচন্দ্র অভিনেতা হিসেবে অনেক নাটকেই অভিনয় করেছেন এবং উল্লেখযোগ্য ছাপ রেখেছেন। তবে 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় এবং দীনবন্ধু রচিত 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি তাঁর অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এবং তাঁর এই দুই নাটকে অভিনয় দর্শক মহলেও বেশ সাড়া ফেলেছিল। নাটকের প্রতি ভালোবাসা থেকেই তাঁরই দক্ষতায় গড়ে ওঠে ন্যাশনাল থিয়েটার। এবং তারপর একে একে গড়ে তোলেন স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার। তবে এই সব থিয়েটারের প্রশাসনিক কাজে অংশীদারিত্বর বিষয়ে তাঁর নেতিবাচক ক্রূরতার কথাও নানা গবেষণায় উঠে এসেছে। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনোই কোনো থিয়েটার মঞ্চের নাম বিনোদিনী রাখেননি। তিনি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন তাঁর নামের আগে কোনভাবেই যেকোনো পুরুষ বা মহিলার নাম যেন যুগোত্তীর্ণ না হয়। এবং এই কাহিনি তাঁর এবং বিনোদিনীর সম্পর্কের টানাপোড়েনে প্রায়শই আলোচিত হয়।

কেন আমি ৯ জুলাই-এর সাধারণ ধর্মঘটকে সমর্থন করছি

শুভেচ্ছা সেনগুপ্ত

ভারতে বিভাজনের রেশ এখনও রয়ে গেছে। দেশ-ভাগের জ্বালা যন্ত্রণার সাথে বিভাজন নিয়ে রাজনীতি আজ চরমে। ৭ মে রাতে ভারত পাহেলগাও হামলার যে জবাব দিয়েছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু তার শেষ হল কি? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকিতেই কি হঠাৎ করেই কি থেমে গেল? মজার বিষয় হল, সাময়িক সমাধান হলেও এর শেষ কোথায়? পাকিস্তান সবসময়ই ভারতের জন্য একটি সংবেদনশীল বিষয়, দু দেশেরই আভ্যন্তরীণ সংকটের সময় এই বিষয়টি প্রকট হয়।

দেশ শুধুমাত্র মানচিত্রে নয়। দেশ হয় জনগণকে নিয়ে। আর জনগণ শক্তিশালী হলেই দেশ শক্তিশালী হয়। শক্তিশালী দেশে জনগণের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অভাব হয় না। সুষম বন্টন ব্যবস্থা অভাবে উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের দেশে অসাম্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে অথচ কৃষকেরা কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। এখন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা হলেও বহু মানুষ কুঁড়েঘরে অথবা ফুটপাথে বাস করে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। গ্রামাঞ্চলে ২০০ দিনের কাজের দাবি থাকলেও সরকারের উদাসীন ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পও ঠিকমত চলছে না। হিসেব না দিতে পারার জন্যে পশ্চিমবঙ্গে ওই প্রকল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির জন্য স্মার্ট মিটার বসানোর কৌশল নেওয়া হচ্ছে। পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়াটা আজকাল আর খবরের মধ্যে পরে না। উজ্জলা যোজনার পরেও গরিব মানুষদের আজও কাঠ,খড়-পাতাই-এর সন্ধানে বেরোতে হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের বরাদ্দ দিন দিন কমছে। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ বেসরকারিকরণের পথে চলেছে। এভাবে চললে আগামী দিনে শিক্ষা উচ্চ বিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায় দুর্নীতির কথা তো সবাই জানে।

অপরদিকে ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির দাপট চরমে পৌঁছেছে। ১ এপ্রিল থেকেই প্রায় ৯০০টি ওষুধের দাম বাড়ানো হয়েছে। বয়স্কদের দৈনন্দিন ওষুধের দাম প্রায় ১.৭৪ শতাংশ বেড়ছে। রিপোর্ট অনুসারে, বিগত কয়েক বছরে ফার্মাসিউটিক্যাল উপাদানের দাম ১৫ শতাংশ থেকে ১৩০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। কেবল প্যারাসিটামলের দামই বেড়ে গিয়েছে ১৩০ শতাংশ। এর ফলে ওষুধের ক্ষেত্রে মানুষের ব্যায় অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। সুষ্ঠু পরিকাঠামোর অভাবে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা দিনদিন ভেঙে পড়ছে। এক্ষেত্রেও বেসরকারীর দৌরাত্ম্য বাড়ছে। শিক্ষার মতন স্বাস্থ্য পরিষেবাতে বেসরকারিকরণ হতে চলেছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠান, এমনকি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও, বেসরকারিকরণ চলছে। সরকারি অফিসে লক্ষ লক্ষ শূন্য পদে নিয়োগ হচ্ছে না। চুক্তিভিত্তিক কর্মী দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রম আইন মানছে না। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ১২ থেকে ২৪ ঘন্টাও কাজ করতে হচ্ছে।

এই সমস্ত কিছুকেই কেন্দ্র করে জনগণের মনে অসন্তোষ দানা বাঁধছে। এবং সেই অসন্তোষ যাতে সংগঠিত না হয় সে জন্য বিভাজনের তাস খেলে যাচ্ছে। নিজেদের জীবন জীবিকা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে, সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বামপন্থীরা দীর্ঘদিন ধরেই এ লড়াইয়ে শামিল। এবং এ লড়াইকে আরো দৃঢ় করার জন্য আগামী ৯ জুলাই সমস্ত বামপন্থী শ্রমজীবী সংগঠনের ডাকে সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছে। আমি এক ছাত্রী হিসেবে এই হরতালের পক্ষে, আপনিও শামিল হোন। লড়াই ছাড়া বাঁচার কোনো পথ নেই।

চরম জলসঙ্কট মন্তেশ্বরের রাইগ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ জুন : গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে চরম পানীয় জলসংকট চলছে মন্তেশ্বর থানার রাইগ্রামের পশ্চিমপাড়ায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ পাড়ার টিউবয়েলগুলি আর মেরামত করা হয় না। সেখানে বন জঙ্গল স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিয়েছে। এই পাড়ার ছয় শতাধিক পরিবারের জন্য রয়েছে দুটি সজলধারা জল প্রকল্প। মেরামতের নামে প্রায় ২০ দিন আগে পাম্পগুলির পাইপ তুলে ফেলে রাখা হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে মানুষকে দূর-দূরান্ত থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। আর অন্যান্য কাজের জন্য পুকুরের জলই ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন মানুষজন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ সংশ্লিষ্ট মামুদপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাদের বলেও কোনো সুরাহা মিলছে না। তাই প্রচন্ড দাবদাহের মধ্যে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন এই এলাকার মানুষ। হিন্দু মুসলমানের মিলিত এই বাসভূমিতে দুই সম্প্রদায়ের একটি করে পরব হয় চরম জলসংকটের মধ্যেই। এই এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার ফরিয়াদ মল্লিক গ্রামবাসীদের অভিযোগ মেনে নেন। তিনি বলেন, অনেকদিন থেকেই বিকল হয়ে যাওয়া পাম্পগুলি তুলে রাখা হয়েছে। খুব শীঘ্রই এর সমাধান করা হবে।

আরপিএফ এর সচেতনতামূলক প্রচার মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১০ জুন সকাল ৯ টা নাগাদ মেমারি রেল স্টেশনে শক্তিগড় আরপিএফ-এর পক্ষ থেকে রেল যাত্রীদের জন্য সচেতনতা মুলক প্রচার কর্মসূচি করা হয়। এদিন শক্তিগড় আরপিএফ ব্যানার পোস্টার নিয়ে মাইকিং করেন প্লাটফর্ম এর উপরে উপস্থিত রেল যাত্রীদের সামনে। বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করা হয়। এই কর্মসূচিকে এক রেল যাত্রী লোক দেখানো বলে অভিযোগ করেছেন। এক নিত্যযাত্রী বলেন শুধু প্রচার করলেই হবে না যাত্রী সুরক্ষা দিতে হবে রেলকে। মেমারি প্লাটফর্ম-এর যে ফুট ওভারব্রিজ তাতে লিফ্ট, চলমান সিঁড়ি লাগাতে হবে তাহলে রেল যাত্রীরা রেললাইন পারাপার করবে না। বয়স্ক মানুষদের সুবিধা হবে।

বাংলাদেশি যুবতী গ্রেপ্তার কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ জুন : বিনা পাসপোর্টে ভারতে এসে কালনা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলো বাংলাদেশের এক যুবতী। ধৃত শিল্পী আক্তারকে কালনা মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। জানা গেছে শিল্পী আক্তারের বাড়ি বাংলাদেশের খেজুরবারির দাসপাড়া এলাকায়। ১১ জুন গভীর রাতে কালনা শহরে তাকে ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয় মানুষজন পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে তাকে কালনা থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জানা যায় সে একজন বাংলাদেশী। এই যুবতী বাংলাদেশ থেকে ভারতে কেন ঢুকেছিল তা স্পষ্ট নয়। আদালতে হাজির করানোর সময় ওই যুবতী জানায় তার এক বান্ধবী এই বিপদের ফেলার মূল কারিগর।

অবৈধ বালি পাচারের অভিযোগ মেমারিতে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৩ জুন : ১২ জুন রাতে অবৈধভাবে বালি পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলো মেমারি থানার পুলিশ। বালির গাড়িটি বর্ধমান থেকে হুগলি যাচ্ছিল। বালির গাড়ির চালক পুলিশ কে কোন বৈধ নথি দেখাতে পারেনি। পুলিশ বালি ভর্তি গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃতের নাম মনোজ সাউ, বাড়ি মগরায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায় ১৬ চাকার একটি বালির গাড়ি মেমারি চেকপোস্ট থেকে আটক করা হয়েছে। মেমারি থানা সুনিদৃষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ১৩ জুন ধৃতকে বর্ধমান কোর্টে পাঠানো হয়। জানা যায়, বালি মাফিয়াদের চক্রকে ধরতে তদন্ত এর জন্য ধৃতকে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানায় মেমারি থানার পুলিশ। বিচারক ধৃতকে ১ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

পথ নিরাপত্তা নিয়ে পুলিশের বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১২ জুন : সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে র‍্যালির আয়োজন করা হয়। 'সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচিকে সামনে রেখে এদিন নাদনঘাট থানার পুলিশ প্রশাসন এই র‍্যালির আয়োজন করে। এই র‍্যালি থেকে সাধারণ মানুষের নিকট বেশ কিছু সচেতনমূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন, নাদনঘাট থানার পুলিশ, সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং পারুলডাঙ্গা নসরতপুর বিদ্যালয়ের ছাত্ররা।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মীদের জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ কলেজ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মী সমিতির প্রথম সম্মেলন ১৪ জুন আমোদ বিহারী বসু ভবন এ অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলন উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সুকৃতি ঘোষাল। প্রায় ষাটজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে সুপ্রিম কোর্টের অন্তবর্তীকালীন আদেশ বকেয়া ডিএ প্রদানের জন্য অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে আদেশ নামা জারি করার দাবি সহ অবসরপ্রাপ্ত দের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের গড়িমসির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। অস্থায়ী শিক্ষা কর্মীদের স্থায়ী করনের দাবি জানান হয়। আগামী ৯ জুলাই ভারত বনধ পালনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক ও রাজ্য সভাপতি সুব্রত চক্রবর্তী, মুন্সী মোশারফ হোসেন বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন অদিতি বোস।

সম্মেলন থেকে নতুন কমিটি গঠিত হয়, সভাপতি ও সম্পাদক এবং কার্যকরী সভাপতি যথাক্রমে মির্জা হাবিবুর রহমান, সৌমেন ব্যানার্জী এবং আবুবক্কর। সম্মেলন পরিচালনা করেন তুলসী কেশ ও বিনোদ চৌধুরী।

ন্যাশনাল যোগাসনে সাফল্য কালনার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৯ জুন : ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে যোগাসনে সাফল্য পেল কালনার ছেলেমেয়েরা। গত ৭ জুন শিলিগুড়ির মাটিগারায় অনুষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ যোগাসন প্রতিযোগিতা। ইউওয়াইএসএফ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় অন্যান্য রাজ্যের প্রতিযোগীদের সাথে কালনার নেতাজি সাংস্কৃতিক সংস্থার দশ জন ছেলে মেয়ে অংশগ্রহণ করে। তাতে দেখা যায় ১০ জন প্রতিযোগীই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। তারা অন্য রাজ্যের প্রতিযোগীদের পিছনে ফেলে বিভিন্ন স্থান দখল করেছে। এই জয়ী প্রতিযোগীরা হলেন—শ্রেয়ান্স মণ্ডল, অংকন মণ্ডল, শ্রেয়ান সাহা, সৌরভী দেবনাথ, সুমিত গোস্বামী, সুদেষ্ণা দাস, হরিত্রা কবিরাজ, সৌমিলি চ্যাটার্জী, সোমনাথ রজক এবং আফরিন সুলতানা।

এরিয়া কমিটির অফিস কর্মীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১০ জুন : সিপিআই(এম)-এর পূর্বস্থলী-১ এরিয়া কমিটির অফিস কর্মী প্রকাশ বসাক (৬০)-এর জীবনাবসান হয়েছে। আড়াই বছর আগে সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। সেই থেকেই তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। গোপীনাথপুর নোনারমাঠ গ্রামের বাড়িতে তিনি আজ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শেষ শ্রদ্ধা জানান রুহিদাস বিশ্বাস, বন্দনা দাস, শ্যামল চৌধুরী, সীতানাথ বসাক, আশীষ ঘোষ, সুজিত মণ্ডল, শুভ্রদ্বীপ ঘোষ প্রমুখ। তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন রতন দাস, সাহাদুল খান, সাকাউৎ হোসেন, অঞ্জু কর প্রমুখ। নবদ্বীপ শশ্মানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে তার স্ত্রী এবং দুই পুত্র বর্তমান।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 7908059947 (Fazlul), 8918256074 (Madhu)
E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

১৫ জুন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র গলসী-১ ও ২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে সর্বস্তরের সদস্যদের নিয়ে ২৪তম পার্টি কংগ্রেস ও ২৬তম রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্ট ব্যাক আলোচনা করছেন সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। সভাটি গলসী হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন হারাধন ঘোষ, অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মির্জা আক্তার আলি ও জেলা কমিটির সদস্যা মণিমালা দাস। অনুরূপ একটি সভা এদিন সন্ধ্যায় শাহেদুল্লাহ-বিজয় ভবনের নিরুপম সেন সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান শহর-২ ও ৪ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে। আলোচনা করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অপূর্ব চ্যাটার্জী ও জেলা কমিটির সদস্যা সুপর্ণা ব্যানার্জী। সভাপতিত্ব করেন সুদীপ্ত গুপ্ত।

ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিনে গ্রাহকদের আরো ভিড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ জুন : বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে সিআইটিইউ-এর সহায়তা ক্যাম্পে আরো ভিড় বারে গ্রাহকদের। উল্লেখ্য বাড়িতে বাড়িতে অনুমতি ছাড়াই লাগানো স্মার্ট মিটার খোলার আবেদন করা শুরু হয় এদিন। গ্রাহকদের এই ব্যাপারে সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে কালনা বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে ক্যাম্প করে বামপন্থী গণসংগঠনগুলি। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ফরম ফিলাপ করে বিদ্যুৎ দপ্তরে গ্রাহকদের জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করে ক্যাম্প কর্মীরা। এতে গ্রাহকদের ব্যাপক সাড়া মেলে। তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১২ জুন ক্যাম্প করার পর। দেখা যায় গতকালের থেকে এদিন ব্যাপক গ্রাহকদের ভিড় জমেছে। এই কাজ অনেক আগেই শুরু করেছিল এই বাম সংগঠনগুলি। বাড়িতে বাড়িতে স্মার্ট মিটার না লাগানোর জন্য সহায়তা করেছিল এই সংগঠনগুলো। তাদের ফর্ম ফিলাপ করে বিদ্যুৎ দপ্তরে জমা দিতে আন্তরিকভাবে সহায়তা করেছিল। সেই চাপে স্মার্ট মিটার লাগানো স্থগিত হয়ে যায়। এখন চলছে গ্রাহকদের বাড়িতে বাড়িতে লাগানো স্মার্ট মিটার খুলে ফেলার তোড়জোর।

কালনায় রক্তদান ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ জুন : কালনা জীবন যুদ্ধ সমিতির উদ্যোগে রক্তদান, বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। কালনা ডাঙ্গাপাড়ায় অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অ্যাডভোকেট শামীম আহমেদ। এই শিবিরে ৩০ জন মহিলা সহ ৮২ জন যুবক-যুবতীর রক্তদান করেন। চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে বহু মানুষের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

আগামী ৭ জুলাই থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে রত্না রশিদ-এর ধারাবাহিক কলম ‘বাহান্নবর্তী’।

শিক্ষক নেত্রীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ জুন : শিক্ষক নেত্রী ও সিপিআই(এম) সদস্যা যোগমায়া রায়ের (৫৯) জীবনাবসান হয়েছে। পতানোই গ্রামের বাড়িতে দীর্ঘ কিডনি রোগভোগের পর ১০ জুন ভোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। খবর পেয়ে তার বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর, মোহাম্মদ শাহ, সনাতন টুডু, গোপাল মণ্ডল, অঞ্জলি মণ্ডল, লাইলাবানু খান প্রমুখ। ত্রিবেণী শ্মশান ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য হয়। অবিবাহিতা যোগমায় রায় মহিলা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি সিপিআই(এম)-এর সংস্পর্শে আসেন। শিক্ষক ও মহিলা আন্দোলনের পাশাপাশি ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয়ে কালনা-২ ব্লকের বড়ধামাস গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হন। তিনি একবার জেলা পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও জয়ী হন।

ঘনিষ্ঠ সিপিআই(এম) দরদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ জুন : সিপিআই(এম)-এর মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটি এলাকার ঘনিষ্ঠ পার্টি দরদী রামগোপাল গোস্বামীর (৮০) জীবনাবসান হয়েছে। গলাতুল গ্রামের বাড়িতে দীর্ঘ রোগভোগের পর এদিন তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শেষ শ্রদ্ধা জানান, সিপিআই(এম) মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির সদস্য সৌমেন ভট্টাচার্য্য, সেখ আব্দুল আজিম, গোপাল পরিত, সেখ আব্দুল মানিক, শ্যামলী বাগ, সুফল বাগ প্রমুখ। কাটোয়া শ্মশান ঘাটে তার শেষকৃত্য সমাধা হয়। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র ও কন্যা রেখে গেছেন।

সাংস্কৃতিক কর্মীর জীবনাবসান

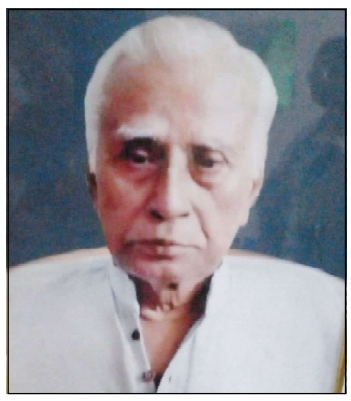

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কর্মচারী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নের প্রাক্তন সদস্য সুমান সরকার (৮৪) সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগের কর্মী ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, কৃষ্ণসায়র উৎসব, কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন প্রভৃতি বিভিন্ন সৃষ্টিশীল ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। তাঁর দাদা কীর্তিমান সরকার ছিলেন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। তিনি রেখে গেছেন কন্যা, জামাতা ও নাতনিকে। তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি অরুণ মজুমদার।

আমাদের সংবাদদাতাদের প্রতি নতুন চিঠি-র খবরগুলি weeklynatunchithi@gmail.com newsnatunchithi@gmail.com -তে পাঠাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। হোয়াট্‌স অ্যাপে খবর পাঠাবেন না।

Editor : Jyotirmay Bhattacharya, Printed & Published by Dinesh Jha on behalf of Natun Chithi Trust from 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Printed at Sadhana Press 11, J. B. Mitra Road Burdwan-713104, Dist. Purba Bardhaman, Mobile : 9434251586,
Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-